بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

২৩ জুলাই ২০২১ তারিখের সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বর্তমানে আমরা হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত রেখেছি। তাঁর যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের কথা হচ্ছিল। আজও সে বরাতেই বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। 'বুয়ায়েব' এর যুদ্ধ যা ১৩ হিজরী সনে অথবা ১৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। ইতিহাসে এরকমভাবে পাওয়া যায় যে, জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর হযরত উমর (রাঃ) ভীষণ কষ্ট পান। তিনি (রাঃ) গোটা আরবে বক্তা প্রেরণ করেন যারা তেজদীপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র আরবকে উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করতে থাকে। আরবের বিভিন্ন গোত্র জাতিগতভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দলে দলে আসতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে শুধু মুসলমানরাই ছিল না বরং খ্রীস্টানদের বিভিন্ন গোত্রও ছিল। এছাড়াও হযরত মুসান্না (রাঃ) ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে সেনা ঐক্যবদ্ধ করেন। রুস্তম এ সংবাদ পাওয়ার পর মেহরানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। কূফার তিন মাইল অদূরে হীরা নামক শহরের পাশে বুয়ায়েব অবস্থিত। বুয়ায়েব-এ উভয় পক্ষই সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মুসান্না (রাঃ) নিজ সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান, এরপর ইসলামী সেনাবাহিনীর সারিগুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ–সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রাণোদ্দীপকও তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায় সৈন্যদের মনোবল দৃঢ় করেন। এরপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় আর ইরানীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ইরানী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মেহরান সহিত মৃত ইরানী সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ইরানী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে পুলের দিকে ছুটে পালাতে থাকে যেন তারা নদী পার হতে পারে, কিন্তু হযরত মুসান্না (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং পুল পার হবার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেন আর নদীর ওপরের পুল ভেঙে দিয়ে অনেক ইরানী সৈন্যকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসান্না (রাঃ) বলতেন, আমি অনেক বড় ভুল করেছি, কেননা যাদের লড়াই করার শক্তি নেই তাদের সাথে লড়াই করাটা আমার জন্য শোভনীয় নয়। ভবিষ্যতে আমি কখনও এমনটি করব না। অতঃপর তিনি (রাঃ) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কখনও এমনটি করবে না এবং এ বিষয়ে আমার অনুকরণ করবে না। পলায়নরত লোকদের পিছু ধাওয়া করার মত ভুল কাজটি আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত হয় নি। মূলত এটিই হল, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা।

এ যুদ্ধের অন্য যে প্রভাব পড়ে তা হল, ইরাকের অধিকাংশ স্থানে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং সামান্য যুদ্ধের পরই ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চগুলিতে সহিত আশপাশের সেসব এলাকার ওপরও নতুনভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা (তারা) পূর্বে ছেড়ে এসেছিল। এই বিজয়ের পর মুসলমানেরা ইরাকের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

এই যুদ্ধে মুসলমান নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় একটি ঘটনায় প্রকাশ্যে আসে। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাম্পের সামনে পৌঁছলে মুসলমান

নারীরা ভুলবশতঃ মনে করে, এটি হয়তো বিরোধী সৈন্যবাহিনী যারা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এসেছে। তখন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিশুদের বেষ্টনিতে নিয়ে নেন এবং পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে মরতে তথা মারতে প্রস্তুত হয়ে যান। সেনাদলটি নিকটে পৌঁছার পর তারা বুঝতে পারেন, এরা তো মুসলিম বাহিনী। (এ অবস্থা দেখে) এই দলের নেতা আমর বিন আব্দুল মসীহ্ অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহ্‌র বাহিনীর নারীদের এটিই শোভা পায়।

১৪ হিজরী সনে কাদসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইরানী সাম্রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে। পারস্যবাসী যখন মুসলমানদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয় তখন তারা তাদের দুই নেতা রুস্তম এবং ফেরোজানকে বলে, তোমাদের উভয়ের মতানৈক্য এবং বিতণ্ডার কারণে মুসলমানরা শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা রুস্তম এবং ফেরোজান বোরানকে পদচ্যুত করে ২১ বছর বয়সী ইয়াযদাজারকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। এরপর সমস্ত দুর্গ এবং সেনা ছাউনিগুলোকে মজবুত করে দেয়া হয়। হযরত মুসান্না (রাঃ) পারস্যবাসীদের এসব কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সে খবর হযরত উমর (রাঃ)কে অবহিত করেন। হযরত উমর (রাঃ) আরবের চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করে গোত্রপতি ও নেতৃবৃন্দকে মক্কায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হজ্জ নিকটবর্তী হওয়ায় হযরত উমর (রাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আদেশ পেয়ে হজ্জের সময়ই আরব গোত্রগুলো সবদিক থেকে একত্রিত হয়। ফলতঃ তিনি হজ্জ থেকে ফিরে আসতে আসতেই মদীনায় অনেক বড় এক সেন্যদল সমবেত হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে তিনি নিজে সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন। তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রাঃ) লোকদের সাথে পরামর্শ করেন, সবাই তাঁকে ইরান যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা বলে, পুরো সেনাবাহিনীকে আপনার নেতৃত্বেই নিয়ে যান। সিরার নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে হযরত উমর (রাঃ) কারও সাথে পরামর্শ করেন নি। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)এর পরামর্শ মত হযরত সাদ বিন আবি আক্কাস (রাঃ)কে চার হাজার সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। হযরত উমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করে অনেককিছু উপদেশ দেন তথা কাদাসিয়া পৌঁছানোর রাস্তা এবং রণক্ষত্রে উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব সে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এবং পদ্ধতিগত পরামর্শ দান করেন। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) শারাফ পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে হযরত মুসান্না(রাঃ) পূর্ব থেকেই আট হাজার সেনা নিয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এই অপেক্ষারত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সংবাদ পেয়ে হযরত উমর (রাঃ) মুগীরা বিন শু'বার হাতে একটি পত্র লিখে হযরত সাদ-এর নিকট পাঠান এবং হযরত সা'দ (রাঃ)কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, একে তোমার নিজের নেতৃত্বে রাখবে। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র নির্দেশনা অনুসারে বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এবং হযরত উমর (রাঃ)কে বিস্তারিত অবস্থা লিখে জানান। পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ) যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কি করা উচিৎ সে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ দান করেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) খেলাফতের নির্দেশনানুযায়ী কাদাসিয়ায় এক মাস অবস্থান করেন; তথাপিও ইরানীদের মধ্য হতে কেউ তাদের মোকাবিলা করার জন্য আসে নি। এতে উক্ত এলাকার লোকেরা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজার এর কাছে পত্র লিখে মুসলমানদের কাদসিয়াতে অবস্থানের কথা সম্পর্কে অবহিত করে। পত্র পাবার পর ইয়াযদাজার রুস্তমকে ডেকে পাঠায় আর সে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। আর তার স্থলে জালিনুসকে সেনাপতি নিযুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বাদশাহ্‌র সামনে তার কোন অজুহাতই ধোপে টিকে নি এবং সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে তাকেই যেতে হয়।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)কে লিখেন, রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে তুমি এমন লোকদের প্রেরণ কর যারা সম্মানিত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) ১৪জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ইরানের বাদশাহ্ 'র দরবারে প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যেন তারা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজারকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। প্রেরিত মুসলিম দলটি বাদশাহ্ ইয়াযদাজারকে তিন পর্যায়ের রাস্তা নির্ধারণ করতে আহ্বান জানায়। প্রথমতঃ তোমরা ইসলাম কবুল কর। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম কবুল না করলে জিযিয়া কর আদায় কর। তৃতীয়তঃ প্রথম দুটি শর্ত অস্বীকার করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তখন ইয়াযদাজার বলে, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতাম। এরপর সে মাটিভর্তি একটি বস্তা আনিয়ে বলে, আমার পক্ষ থেকে এটি নিয়ে যাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) কাদাসিয়ার যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, সেই সাহাবী তখন অতীব নম্র ও বিনীতভাবে এগিয়ে যান। নিজ মাথা নত করে তিনি সেই বস্তা

পিঠে উঠিয়ে নিয়ে একলাফে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। চীৎকার করে নিজ সাথীদের বলেন, আজ ইরানের বাদশাহ্ নিজ হাতে নিজের দেশের ভূমি আমাদেরকে দান করেছেন। এই বলে তাঁরা সেখান থেকে দ্রুত নিজ নিজ ঘোড়া দৌড়ান। বাদশাহের কানে যখন মুসলমানদের এহেন আওয়াজ পৌছায়, তার নিজস্ব ভূলে নিজেই কম্পিত হয় এবং উপস্থিত দরবারীদেরকে মুসলিমদের পেছনে দৌড়ায়। কিন্তু, মুসলমানদের ঘোড়া তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

এ ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষে নীরবতা বিরাজ করে। ইয়াযদাজার এর বারবার বলা সত্ত্বেও রুস্তম তার সেনাদল নিয়ে সাবাতে পড়ে থাকে। যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে বাধ্য হয়ে রুস্তমকে আক্রমনের জন্য অগ্রসর হতে হয় আর ইরানী সেনাবাহিনী সাবাত থেকে বেরিয়ে কাদাসিয়ার প্রান্তরে তাঁবু খাটায়। রুস্তম যখন সাবাত থেকে বের হয় তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তার সাথে ছিল তেত্রিশটি হাতি। রুস্তম কাদাসিয়াতে শিবির স্থাপন করে। রুস্তম পরবর্তী প্রভাতে মুসলিম সৈন্যসংখ্যার খবরাখবর সংগ্রহ করে। রুস্তম মুসলমানদেরকে বলে, সন্ধি স্থাপন কর এবং ফেরত চলে যাও। রুস্তম মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার দরবারে আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করার প্রস্তাব দেয়। রুস্তমের দরবারে উন্নতমানের মুল্যবান গালিচা বিছানো হয় আর পূর্ণ সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ সভাতেও প্রথমের মতই তিনটি কথা বলা হয়, প্রথমতঃ আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন, আমরা আপনাদের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করব আর আপনাদের দেশ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। নিজ দেশ আপনারাই শাসন করুন। দ্বিতীয়তঃ আমাদেরকে কর দিন তাহলে আমরা আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব। এ উভয় প্রস্তাবে যদি সম্মত না হন তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। এরপরও কয়েকবার রুস্তমের নিকট হযরত সাদ (রাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেন কিন্তু রুস্তম মুসলমানদের দাওয়াত কবুল না করে যুদ্ধের রাস্তায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের সারিবদ্ধ থাকার আদেশ দেন। ইরানী সৈন্যবাহিনী আতিক নদী পার হয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুসলমানরা ইতিমধ্যে তাদের সেনা বিন্যাস সম্পন্ন করেছিল। আর হযরত সা'দ (রাঃ)'র শরীরে ফোঁড়া বের হয় ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি শায়াটিকা রোগের কারণে তিনি বসতেও পারছিলেন না। তাঁর (রাঃ)'র জন্য গাছের ওপরে মাচা তৈরী করা হয়েছিল। তিনি গাছের ওপরে বানানো মাচা থেকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) খালেদ বিন আরফাতাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয়ের কথা স্মরণ করান। ইরানী সেনাদের মাঝে ৩০ হাজার সৈন্য শিকলাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তারা একে অন্যের সাথে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় এজন্য ছিল যাতে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করার সুযোগ না পায়। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদেরকে সূরা আনফাল পড়ার আদেশ দেন আর যখন তা পাঠ করা হচ্ছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের মাঝে প্রশান্তি অনুভব করে। যোহর নামাযের পর মুসলমান এবং পারস্য সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। তারা মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। প্রথমদিন বনু আসাদ গোত্রের পাঁচশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিল। পরবর্তী দিন প্রভাতে হযরত সা'দ (রাঃ) সিরিয়া থেকে আগত সাহায্যকারী সেনাদল পেয়ে যান। হযরত হাশেম বিন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সেই সাহায্যকারী সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন। এর অপর অংশে হযরত কাকা বিন আমর আমীর ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হযরত কাকা'র ডাকে সাড়া দিয়ে বাহমান জাযবিয়া মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয় এবং হযরত কাকার হাতে সে মারা যায়। বাহমান জাযবিয়ার মৃত্যুতে এবং আগত মুসলমানদের সাহায্যকারী সৈন্যদলের কারণে মুসলিম বাহিনী সেদিন সফল ছিল আর তারা অনেক আনন্দিত ছিল। তৃতীয় দিনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এদিনের যুদ্ধে মুসলমানদের মোট ২০০০ সৈন্য শাহাদত বরণ করে। অন্যদিকে ইরানী সেনাদলের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ইরানীদের সাদা হাতির আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর ক্ষতি হতে থাকে। এমতাবস্থায় হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত কাকা এবং হযরত আসেমকে ইরানীদের সাদা হাতির আক্রমণের সংবাদ প্রেরণ করেন। অতএব, হযরত কাকা এবং হযরত আসেম আক্রমণ করে হাতির দুটি চোখেই বর্শা ঢুকিয়ে দেন আর হাতির শুঁড় কেটে দেওয়া হয়। ফলে চেতনা হারিয়ে সেই হাতি নিজের আরোহীকে নিচে ফেলে দেয়। এরপর অন্য মুসলমানরা অপর একটি হাতির চোখে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়। অবশেষে আজরাব নামক সেই হাতি আতিক নদীর দিকে দৌড়াতে শুরু করে, আর এর দেখাদেখি অন্যান্য হাতিরাও সেই হাতির পিছনে পিছনে নদীতে ঝাঁপ দেয়; আর আরোহীসহ সেগুলো মারা যায়। এযুদ্ধ দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত চলে।

এশার নামাযের পর পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। বলা হয় তখন তরবারির শব্দ এমনভাবে শোনা যাচ্ছিল যেমন কামারের দোকানে লোহা কাটার শব্দ হয়। পুরো রাত হযরত সা'দ (রাঃ)

জাগ্রত থাকেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়ারত থাকেন। আরব ও অনারবরা সেই রাতের মত ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। সকাল হওয়ার পরেও মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা অবিচল ছিল। সেই রাতের পরদিন সকালে সবাই অনেক ক্লান্ত ছিল। যাহোক, চতুর্থদিন সকালে পুনরায় দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ইরানীরা ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। এরপর রুস্তমের ওপর আক্রমণ করা হয়। সে আতীক নদীর দিকে পলায়ন আরম্ভ করে। যখন সে নদীতে ঝাঁপ দেয়, হেলাল নামের একজন মুসলমান তাকে ধরে ফেলে এবং টেনে হিঁচড়ে তীরে নিয়ে এসে হত্যা করে। রুস্তমের নিহত হবার সংবাদ শুনে ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যাও করে এবং বড় সংখ্যক সৈন্যবাহিনী কারাবন্দীও করে।

হযরত উমর (রাঃ) প্রতিদিন সকাল হতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে আগত আরোহীদের কাদাসিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। অতঃপর যুদ্ধের সুসংবাদ বাহক দূত যখন বলে, আল্লাহতা'লা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন তখন হযরত উমর (রাঃ) দৌড়াচ্ছিলেন আর তথ্য নিচ্ছিলেন আর সেই বার্তাবাহক নিজ উটনিতে আরোহিত ছিল আর সে হযরত উমর (রাঃ)কে চিনতোও না। অবশেষে সেই দূত যখন মদীনায় প্রবেশ করে এবং মানুষ যখন হযরত উমর (রাঃ)কে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করছিল আর সালাম দিচ্ছিল তখন বার্তাবাহক হযরত উমর (রাঃ)কে নিবেদন করে, আপনি আমাকে বলেন নি কেন যে, আপনিই আমীরুল মু'মিনীন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে আমার ভাই, কোন ব্যাপার না। যাহোক, বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) জনসমাবেশে বিজয়ের সংবাদ পাঠ করে শোনান অতঃপর এক প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) লিখেন, এই মহান পরিবর্তন মুসলমানদের মাঝে সাধিত হওয়ার কারণ কী ছিল? এর কারণ হল, কুরআনের শিক্ষা তাদের স্বভাব-চরিত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। যা তাদের তুচ্ছ জীবনে এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে এক উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উচ্চ মাগে উপনীত করেছিল; এ কারণেই এ বিপ্লবসাধন হয়েছিল। অতএব, কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমেই প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়ে থাকে।

খুৎবা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ইনশাআল্লাহাতা'লা আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

23 JULY 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.